আন্তর্জাতিক বর্ষীয়ান দিবস পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্ব মেদিনীপুর ঃ সোমবার আন্তর্জাতিক বর্ষীয়ান নাগরিক দিবস উপলক্ষ্যে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ৮টি বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের হোমের (বিবেকানন্দ লোকশিক্ষা নিকেতন ফরিদপুর, শিউলিপুর উদয়ন ক্লাব, ভগবানপুর, সেইনপুকুর মাতৃসেবিকা সমিতি, ভগবানপুর, বিক্রমনগর উদয়ন সংঘ, হেঁড়িয়া, অমরসেবা সংঘ, কোলাঘাট, পায়রাচক বিবেকানন্দ জনসেবা, ময়না, রায়চক মর্নিংস্টার, সুতাহাটা, নেতাজি পাঠচক্র, খেজুরি) আবাসিকদের জন্য বিশেষ স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা শিবির সহ বয়স্ক-বয়স্কাদের জন্য নানাবিধ কর্মসূচি যথা বস্ত্র বিতরণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির আয়োজন করা হয়। বয়স্করা সমাজের অপাঙক্তেয় নয় এবং তাদের প্রতি বর্তমান যুব সমাজের শ্রদ্ধাভাব ও দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে উক্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রশাসনের পক্ষে জেলা সমাজ কল্যাণ দপ্তর। প্রায় ৪০০ জনের বেশি আবাসিক বয়স্ক-বয়স্কারা তৎসহ স্থানীয়রা উক্ত কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। পূর্ব মেদিনীপুর স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ বিভাগ-এর পক্ষ থেকে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকেরা স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসা কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত কর্মসূচিতে বিবেকানন্দ লোকশিক্ষা নিকেতনে উপস্থিত ছিলেন কাঁথি মহকুমাশাসক শুভময় ভট্টাচার্য্য এবং অন্যান্য হোমগুলিতে বিভিন্ন সরকারি আধিকারীকরা উপস্থিত ছিলেন।

মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ময়না ঃ মঙ্গলবার ছিল মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন, ময়না বাজার এলাকায় মা তারা হার্ডওয়ার্সের উদ্যোগে মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন উদ্‌যাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ময়না রাজপরিবারের শিক্ষক ও সাহিত্যিক সিদ্ধার্থ বাহুবলীন্দ্র, ময়না ১ নং অঞ্চলের প্রধান শম্পা জানা, ময়না ১ নং অঞ্চলের উপপ্রধান আনন্দ মোহন মাইতি, সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ববর্গরা। এই জন্মদিন উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে র‍্যালি করে ময়না বাজার থেকে রাস্তা পরিষ্কারের মধ্য দিয়ে ময়নার ব্রীজে উপস্থিত হয় সবাই। সমস্ত অতিথিবৃন্দ এই পদযাত্রায় পা মেলান। মা তারা হার্ডওয়ার্সের এই অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ক্লিন ময়না, গ্রীণ ময়না। তাই তার উদ্যোগে এদিন শ্রীরামপুরে কংসাবতী ব্রীজ পরিষ্কার করে সাদা ও নীল রঙ দিয়ে সৌন্দর্যায়ণ করা হয়। মা তারা হার্ডওয়ার্সের কর্ণধার সুশোভন রানা জানান, এই প্রচেষ্টা আমরা সারা বছর ধরে চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। আমাদের সঙ্গে সবাই এগিয়ে আসুন আমরা একত্রিত হয়ে গড়ে তুলি 'ক্লিন ময়না, গ্রীণ ময়না'।

আগমনীর আবাহনে নান্দনিক-এর সুরের সন্ধ্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ শারদ উৎসবের প্রাক্কালে রবিবার মেদিনীপুর কলেজের বিবেকানন্দ হলে সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'নান্দনিক'-এর উদ্যোগে 'সুরের সন্ধ্যায়' সুরভিত হল প্রায় দর্শকপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ। নান্দনিকের প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট প্রবীণ সংগীত শিল্পী সর্বাণী হালদারের পরিচালনায় ১৮টি গান পরিবেশিত হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের সূচনা করেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মেদিনীপুর শহর শাখার মঠাধ্যক্ষ স্বামী মিলনানন্দ মহারাজ। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে সংস্থার শিশুশিল্পীরা সমবেতভাবে ৫টি সংগীত পরিবেশন করে এবং সংগীতের সাথে সাথে নৃত্য পরিবেশন করে শহরের নৃত্যচর্চার বিশিষ্ট নির্দেশক দম্পতি রাজনারায়ণ দত্ত ও শ্রাবণী দত্ত-এর সংস্থা সৃজন ভূমি-এর শিশু শিল্পীরা। তাদের দৃষ্টিনন্দন পরিবেশন দর্শকদের মন জয় করে নেয়। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বের শুরুতে সংস্থার বড়রা পরিবেশন করে স্বামী বিবেকানন্দের লেখা একটি গান। এরপর শিল্পীরা একক ও সমবেতভাবে ১২টি গান পরিবেশন করেন। এই পর্বের অত্যন্ত মনোগ্রাহী পরিবেশনে একক সংগীতে অংশ নেন সুলেখা বাক্কে, ডাঃ ব্রহ্মশ্রী দাস, মিতালী গোস্বামী, অজন্তা রায়, সুনন্দা দাস, মৃণাল চক্রবর্তী, জুঁই গোস্বামী এবং সর্বাণী হালদার। অনুষ্ঠানের সর্বশেষ সংগীত বর্তমান এই অস্থির সময়কে সামনে রেখে শান্তির বার্তাবহ 'হও হিন্দু হও মুসলিম, মোরা একই নামে এক সন্তান'—এই হৃদয়স্পর্শী গানটি সমবেতভাবে পরিবেশিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানের একটি বিশেষত্ব ছিল একটি রবীন্দ্রসংগীত ও অন্য তিনটি সংগীত ছাড়া বাকি সব গানের কথা প্রয়াত গীতিকার দিলীপ হালদারের ও সেগুলিতে সুর দিয়েছেন সর্বাণী হালদার। এই সংগীত সন্ধ্যায় উপস্থিত ছিলেন শহরের প্রবীণ ও নবীন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পীগণ ও সংস্কৃতি জগতের বিশিষ্ট জনেরা। উপস্থিত ছিলেন জয়ন্ত সাহা, সুনীল বেরা, হায়দার আলি, কিংশুক রায়, অনিন্দ্য সেন, প্রলয় বিশ্বাস, বাচিক শিল্পী অমিয় পাল, কবি নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়, ডাঃ হৃষিকেশ দে, অধ্যাপক জগবন্ধু অধিকারী, রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক লক্ষ্মণ ওঝা প্রমুখ। যন্ত্রসংগীতে সহযোগিতায় ছিলেন সন্দীপ সরকার, বিদ্যুৎ বিকাশ দাস, অসীম দত্ত, প্রদীপ কুমার সাহা ও অমিত দে। শিল্পী প্রদীপ কুমার বসুর তৈরি মঞ্চসজ্জা উপস্থিত সকলের মন জয় করে নেয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে সঞ্চালনা করেন এইসময়ের প্রতিশ্রুতিময়ী বাচিক শিল্পী বৃষ্টি মুখোপাধ্যায়।

অবাধে বালি পাচার

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দ্রকোনা ঃ বালি তোলায় জেলা প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও অবাধে চলছে বালি তোলা। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা থানার ক্ষীরপাই পৌরসভার ৮নং কবরডাঙ্গা কেঁও নদীর ঘাট থেকে অবৈধ বালি তোলা চলছে। গরুর গাড়িতে করে চলছে বালি পাচার। প্রতিদিন দু-তিন ক্ষেপ করে প্রায় ১৫-২০টি করে গোরুর গাড়ি নামে কেঁও নদীতে। বালতি করে বালি ছেঁকে গাড়িতে লোড করে নদী বেয়ে পৌর এলাকার উপর দিয়েই অবাধে চলে বালি গাড়ির যাতায়াত। স্থানীয় প্রশাসন সব জেনেও নিশ্চুপ। এরকম দৃশ্য শুধু একটি ঘাটে তা নয় কেঁও নদীর দুতিন টি ঘাটে দিনের পর এভাবেই নদী বক্ষ খালি করে পাচার হচ্ছে বালি। জানা যায়, প্রশাসনের নজর ঘোরাতেই গোরুর গাড়ি ব্যবহার বালি মাফিয়াদের। পৌর এলাকা থেকে এভাবে অবাধে বালি পাচার কিভাবে হচ্ছে তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। যদিও বালি মাফিয়াদের কথায়, এই বালি ব্যবসার জন্য নয় সরকারি বাড়ি পেয়েছে যারা সেই বাড়ি নির্মাণের জন্য এভাবে বালি তোলা হচ্ছে নিজেদের প্রয়োজনে। কিন্তু ক্ষীরপাই পৌরসভার চেয়ারম্যান দুর্গাশঙ্কর পানের বক্তব্য, পুজোর আগে বর্তমানে হাউস ফর অলের কোনও বাড়ি নির্মাণের কাজ চলছে না। এখন কোনও উপভোক্তাকেই বাড়ি বন্টন করা হয়নি। মিথ্যা কথা বলছে বালি মাফিয়ারা। বালি তোলার খবর জানা ছিল না, এরকম চললে খোঁজ নিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে চেয়ারম্যান জানান। সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে এভাবে দিনের পর দিন বালি চুরি বন্ধ হয় কিনা এখন এটাই দেখার।

বিডিও-র গাড়িতে আগুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামনগর ঃ সপ্তাহের প্রথম দিনে বিডিও-র গাড়িতে আগুন লাগার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে রামনগরে। ব্লক প্রশাসন সূত্রে খবর, সোমবার রামনগর ১ বিডিও অফিসের (স্করপিও) গাড়িতে কয়েকজন কর্মচারিকে নিয়ে কাজের সুবাদে দেপালহাটে যাওয়া হয়েছিল। অভিযোগ, ফেরার পথে দেপালহাটের কাছেই ওই গাড়ির মধ্যে স্টিয়ারিং-র সামনে হঠাৎই আগুন লেগে যায়। তারপর ওই গাড়ির চালক সনাতন জানা গাড়ির মধ্যে থাকা জল দিয়ে আগুন নেভান। কিন্তু গাড়ির চালকের দুহাত অল্পবিস্তর পুড়ে গিয়েছে। তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর অবশ্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর বিডিও অফিস থেকে অন্য একটি গাড়ি গিয়ে এদিন বিকেল প্রায় চারটা নাগাদ দড়ি বেঁধে গাড়িটিকে অফিসে নিয়ে আসা হয়েছে। অবশ্য বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল। কিন্তু বিডিও-র গাড়িতে যদি এভাবে আগুন লেগে যায়, তাহলে নিরাপত্তা নিয়েই উঠছে একাধিক প্রশ্ন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তি বলেন, গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণের অভাব নাকি চালকের উদাসীনতা। আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে প্রশাসনকে আরও বেশী সচেতন হতে হবে। রামনগর ১-এর বিডিও আশীষ কুমার রায় বলেন, বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে অবশ্য রেহাই পেয়েছে। তবে এসি গাড়িতে বিপত্তি হওয়ার আশঙ্কা সবথেকে বেশি। সম্ভবত ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট হয়ে আগুন লেগেছে। মানুষের সচেতন হওয়া অত্যন্ত জরুরী। তবে ওই গাড়ির মালিক হলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবব্রত দাসের ভাই নিমাই দাস। এ বিষয়ে সভাধিপতি দেবব্রত দাস বলেন, ইলেকট্রিক ওয়ারিং থেকে শর্ট সার্কিট হয়ে হয়ে গাড়িতে সামান্য আগুন লেগেছে। আর এর জেরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখব।

উন্নয়ন ধরে রাখতে বৈঠকে রামনগর ১ বিডিও

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামনগর ঃ জেলার নিরিখে কাজের গতিতে খানিকটা এগিয়ে রয়েছে ব্লক। কিন্তু এই রামনগর ১ ব্লক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের বিচারে তিনবার ভারত সেরা হয়েছিল। তাই কাজের গতি আরও বাড়াতে পঞ্চায়েতে গিয়ে বৈঠক করলেন রামনগর ১-এর বিডিও। এদিন রামনগর ১ ব্লকের বাধিয়া গ্রামপঞ্চায়েত অফিসে প্রধান, উপপ্রধান, সমস্ত পঞ্চায়েত কর্মচারি এবং সাধারণ মানুষদের নিয়ে বৈঠক করলেন বিডিও আশীষ কুমার রায়। তিনি বলেন, কাজের দিক থেকে অনেকটাই এই ব্লকের বাধিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত পিছিয়ে রয়েছে। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে পঞ্চায়েতে কাজের গতি বাড়াতে এই বৈঠক করেছি। তিনি জানান, একশো দিনের কাজ, বাংলা আবাস যোজনা প্রকল্পে দ্রুত কাজ করতে হবে। পঞ্চায়েতে এমজিএনআরজিএস প্রকল্পেও কাজের গতি বাড়াতে হবে। কারই জেলায় যেখানে কাজের হার ৩৬.৩৬ শতাংশ। ব্লকে সেখানে ৩৯.০৭ শতাংশ। আমরা জেলার ২৫টি ব্লকের মধ্যে আট নম্বর স্থানে রয়েছি। তিনি আরও বলেন, স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রত্যেক গ্রামসংসদ এলাকায় ঘুরে ঘুরে নোংরা জায়গায় এবং অপরিষ্কার জলাশয়ে ব্লিচিং পাউডার ও মশানাশক তেল স্প্রে করতে বলা হয়েছে। যাতে মশাবাহিত রোগ না ছড়ায় সেদিকে নজর দিতে হবে।

ট্রাক-ডিসিএম সংঘর্ষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দাসপুর ঃ দাসপুরে ট্রাক ও ডিসিএম মুখোমুখি সংঘর্ষ, আহত ডিসিএমের চালক। ঘাটাল থেকে মেচোগ্রাম যাচ্ছিল মাল বোঝাই ডিসিএম গাড়িটি অন্যদিকে পাঁশকুড়া থেকে একটি ট্রাক আসছিল। বৈকণ্ঠপুর বকুলতলার মাঝে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মুখোমুখি ধাক্কা মারে ট্রাক ও ডিসিএম। স্থানীয় বাসিন্দা ও দাসপুর থানার পুলিশ ডিসিএমের চালককে উদ্ধার করে ঘাটাল হাসপাতালে ভর্তি করে। দুর্ঘটনার পর গাড়িগুলিকে ক্রেন দিয়ে সরিয়ে নিয়ে যায় দাসপুর থানার পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ঘাটাল-মেচোগ্রাম রাস্তাটির অবস্থা বেহাল। প্রায় দিনই গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ছে। রাস্তা সারানোর উদ্যোগ চোখে পড়ছেনা। শুধুমাত্র এক এক জায়গায় সারানো হচ্ছে।

পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দ্রকোনা ঃ পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক টুলিচালকের। পুলিশ জানায় মৃতের নাম ফরজান খান (৪৫)। পিয়ারডাঙা গ্রামে বাড়ি। জানা যায়, চন্দ্রকোনা টাউনের গোঁসাইবাজার এলাকায় ভোর ৪টা নাগাদ রাস্তার ধারে এক ব্যক্তিকে মৃত রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে পুলিশ। পুলিশ উদ্ধার করে চন্দ্রকোনা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে জানায়।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান কোন গাড়ি ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে ওই ব্যক্তির। ঘাতক গাড়ির সন্ধান করছে পুলিশ।

বিদ্যালয়ে সেঁজুতির পুস্তক প্রদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ ঢোলমারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পুস্তক প্রদান করল কাঁথির সামাজিক সংস্থা সেঁজুতি। প্রথমে জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু করা হয়। তারপর বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রীকে রাখি পরায় সেঁজুতির সকল সদস্য-সদস্যারা। তারপর বিদ্যালয়ের প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর হাতে পাঠ্যসূচির বহিরাগত একটি করে নতুন বই তুলে দেওয়া হয়, যা আগামী দিনে এগিয়ে চলার পক্ষে ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ সহযোগিতা করবে। সেঁজুতির পক্ষ থেকে সভাপতি শুভজিৎ মাইতি ও সম্পাদিকা ঐন্দ্রিলা বসু রায় জানিয়েছেন, সেঁজুতির এই পুস্তক বিতরণ কর্মসূচিটি টানা তিন মাস ধরে চলছে। এর মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া এলাকার ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার জগতে এগিয়ে আনাই সেঁজুতির মূল লক্ষ্য। এছাড়া সেঁজুতির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন আনন্দ আচার্য্য, প্রিয়াঙ্কা মাইতি দাস, মেহেবুব গায়েন প্রমুখ বিশিষ্ট সদস্য-সদস্যারা। সেঁজুতির এই ধরনের কর্মসূচিতে বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকবৃন্দ ও এলাকার বাসিন্দারা খুবই আনন্দিত। মানুষের জন্য মানুষের পাশে থাকার এই অঙ্গীকারকে পাথেয় করে সেঁজুতি আগামী দিনেও পথ চলবে।

জনপ্রিয় হচ্ছে 'ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যাসাগর'

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্ব মেদিনীপুর ঃ শিক্ষক ও সাহিত্যিক শিশিরকুমার বাগের লেখা গদ্য সংকলন 'ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যাসাগর' বইটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান মানসকুমার দাস। তিনি বলেন, বইটি পরিবহনমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পড়েছেন। বইটি তাঁর অভিনব মনে হয়েছে। সামনেই বিদ্যাসাগরের দ্বিশতজন্মবর্ষ উদ্‌যাপন শুরু হবে। শুভেন্দুবাবু বইটির জন্য বিশেষ সম্মাননার ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কাছে সুপারিশ করবেন। বইটি শিশিরবাবু ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী করে বিদ্যাসাগরের জীবনের নানা দিক তুলে ধরেছেন তাঁর সরল প্রাঞ্জল গদ্যে। বইটিতে আছে বিদ্যাসাগরকে নিয়ে ক্যুইজ, তাঁর বাণী, তাঁকে নিয়ে মহাপুরুষদের উক্তি। এছাড়াও আছে বইটিতে বিদ্যাসাগরকে নিয়ে লেখা প্রখ্যাত ও কয়েকজন তরুণ কবিদের লেখা কবিতা।

এক কথায় অনবদ্য 'ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যাসাগর'। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলের হরিখালি বসন্তকুমার বাণী মন্দির উচ্চবিদ্যালয়-এর শিক্ষক শিশিরবাবুর বিদায় সংবর্ধনা সভা অন্যভাবে অনুষ্ঠিত করলেন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। অবসরের দিনে ছাত্রছাত্রীদের হাতে নিজের লেখা বইটি তুলে দিলেন। আশেপাশের কয়েকটি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদেরও হাতে তুলে দেওয়া হয় এই বইটি। অবসর দিনে বসল সাহিত্য পাঠের আসরও। বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ও লেখক হরিপদ মাইতি, কবি হরপ্রসাদ সাহু, মধুসূদন ঘাটি, অশোককুমার বাগ, শুভঙ্কর দাস, তাপস বৈদ্য, শুভ্রাশ্রী মাইতি, প্রাণনাথ শেঠ, অরিন্দম প্রধান, বনশ্রী রায় দাস, নীলোৎপল জানা, নিরঞ্জন মিশ্র, পবিত্রকুমার ভক্তা, গোবিন্দ বারিক, দুরন্ত বিজলী, ক্যুইজ মাস্টার হিসাবে খ্যাত ড. মৌসুম মজুমদার প্রমুখ।

মানবসেবা সংগঠনের গান্ধীজয়ন্তী পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ভগবানপুর ঃ মঙ্গলবার গান্ধীজির ১৪৯তম জন্মদিন পালন উপলক্ষ্যে স্বচ্ছভারত ও নির্মল বাংলা মিশনের কাজ করল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর ব্লকের শ্রীকান্তপুর ও বাহাদুরপুর গ্রামের মানব সেবা সামাজিক সংগঠনের সদস্যরা। উপস্থিত ছিলেন ভগবানপুর থানার প্রতিনিধিগণ। সংগঠনের পক্ষ থেকে স্কুল চত্বর-সহ গ্রামের এলাকার পরিষ্কার করা হয় ও বিভিন্ন জায়গায় ময়লা ফেলার ড্রাম রাখা হয়। গ্রামবাসীদের পানীয় জলের অপচয় ও খোলা জায়গায় মলত্যাগ না করার অনুরোধ জানানো হয়। দোকানদার এবং পথচারিদের নোংরা আবর্জনা ড্রামে ফেলার অনুরোধ করা হয়। গ্রাম্য এলাকায় মদ্যপান নিয়ে নিষেধাজ্ঞা জানানো হয়। এছাড়াও ছিল প্রভাতফেরি ও অন্যান্য অনুষ্ঠান।

কাঁথি ১ ব্লক কংগ্রেসের গান্ধীজী স্মরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ মঙ্গলবার কাঁথি মহকুমা কংগ্রেস অফিসে কাঁথি ১ নং ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে মহাত্মা গান্ধীর সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপিত হল। উপস্থিত ছিলেন ১ নং ব্লক কংগ্রেস সভাপতি রামচন্দ্র ত্রিপাঠি, কাঁথি শহর কংগ্রেস সভাপতি বিশ্বনাথ তেওয়ারি, কাঁথি যুব কংগ্রেস লোকসভা সভাপতি আক্তার আলি খান, প্রদীপ পানিগ্রাহি, চন্দন মন্ডল, রুহুল আমিন খান প্রমুখ।